International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-IV, July 2021, Page No. 09-15
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i4.2021.9-15

সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বঙ্গ তথা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বামী বিবেকানন্দ

সৌরভ কুমার মোদক
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Education is a tool to change the society again change in the education system is also desirable in line with the social changes that are taking place with the change of time. The Indian education system is very ancient; although that education system has lost its glory, tradition and identity long years ago. Mughal domination and British imperialism have uprooted the ancient tradition of our education and its own genre. The 'Muslim Rule' of the Middle ages and the 'Christian Rule' in British India have changed the course of our traditional education. On the one hand, the influence of Sanskrit language has decreased and on the other hand, Urdu, Arabic and English languages have gradually increased over time. The mixed benefits of foreign rule and culture may have enriched our education system to some extent, but its disadvantages continue to plague our education system. After independence our education system failed to bring about any reforms within it self that would bring back the ancient tradition of our education. 'Rule of political party' and political upheaval have not been able to do anything other than 'politicization of education'. This politicization of education is especially evident in the Middle ages, British India and after independence. As a result, lack of rich and prosperous education is one of the major problems in modern India. At the same time a great decline in value education has engulfed modern India; Swami Vivekananda has shown the solution through his 'character Building' and Man Making Education policy. He believed, "education is the manifestation of perfection already in man." He advocated for real education, because he thinked, real education helps people to manifest that knowledge by removing the veil. This research paper attempts to provide a theoretical analysis of the evolution, problems and outlines introduced by Vivekananda in our education.

Key Words: Society, Education, Reforms, Political change, Swami Vivekananda.

ভুমিকা: স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকারকে (Cultural and Educational Rights) মৌলিক অধিকার হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৯ ও ৩০ নং ধারা দুটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ২৯ নং ধারা অনুযায়ী ভারতের সকল নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও

সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে সক্ষম। সংবিধান অনুযায়ী সরকার পরিচালিত বা সাহায্য প্রাপ্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্ম, বংশ, জাত, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত । ৩০ নং ধারা অনুযায়ী ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় গুলি পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন তথা পরিচালনার অধিকারী; তবে ধর্মের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা ।১ আধুনিক ভারতের শিক্ষা নীতির তাত্ত্বিক ও প্রায়গিক দিক সমূহ বুঝতে গেলে উক্ত সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । সংবিধান অনুযায়ী আজকের ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; যা ভারতে মোঘল ও ব্রিটিশ শাসনের অবধারিত এক ফল । অবশ্য 'বসুধৈব কুটুম্বকম' যে দেশের মন্ত্র, সেই দেশ বৈদিক যুগ থেকেই আত্মীয়তার, সংহতির ও সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করেছে । তবে আজকের ধর্মনিরপেক্ষতার তাত্ত্বিক অবস্থান ও প্রেক্ষাপটটি সম্পূর্ণ আলাদা । আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার পশ্চিমী আদর্শ স্বাধীন ভারত গ্রহণ করেনি । যদিও স্বাধীন ভারতের মূল সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত ছিল না । ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে তা প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ হয় ।২ কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার আলোচনা মূল সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে গণপরিষদেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল । সেই আলোচনায় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ সম্পর্কে যে চর্চা হয়েছিল তার মূল বক্তব্য ছিল – রাষ্ট্র বা সরকার কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না বা কোনো বিশেষ একটি ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না ।৩ অর্থাৎ ভারতে 'সর্ব ধর্ম সমভাব' তথা সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন- এই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটিকে গ্রহণ করা হয়েছে । ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটিকে সামনে রেখেই স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা বিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে । ফলে সনাতন ভারতের ঐতিহ্যময় প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার গৌরবময় পুনঃপ্রতিষ্ঠা অধরা থেকে গেছে । তাছাড়া নবজাগরণ, আধুনিকীকরণ, ও ব্রিটিশ ভারতে ইংরাজি আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ও প্রভাব ভারতকে আত্মবিস্মৃত হতেও কিছুটা বাধ্য করেছিল। পামার (N.D.Palmer) লিখেছেন, " For many centuries, from the coming of the Aryans in the second millennium B.C. until the consolidation of Muslim control over much of the subcontinent some 3000 years later, Hindu dominance was virtually unquestioned. In recent years, after some four centuries of Muslim and British rule, it has been reasserted."[8] কিন্তু ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বতন্ত্র পাকিস্তানের জন্ম হলেও নতুন স্বাধীন ভারতে হিন্দু শাসনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতীয় শিক্ষানীতি কখনও সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটিকে জলাঞ্জলি দিয়ে তৈরি হয়নি প্রভাবশালী হিন্দু সংগঠন গুলির জোরাল দাবী সত্ত্বেও । স্বাধীন ভারতে প্রথম থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি লালিত-পালিত হয়েছে এবং ধর্মীয় বৃহত্তর সংখ্যা লঘু মুসলিমদের বা অন্যান্য সংখ্যা লঘুদের সাংবিধানিক ভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে ।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন: ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তন মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথমটি হল প্রাচীন যুগ। প্রাচীন যুগে মূলত হিন্দু বৈদিক ও ব্রাহ্মন্য শিক্ষার পাশাপাশি বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার মধ্যযুগ শুরু হয়; এই পর্বে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থার সচলতাও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তৃতীয় পর্বটি হল আধুনিক যুগ; যা মূলত আবার দুটি পর্বে বিভক্ত। এক, ব্রিটিশ ভারত এবং দুই স্বাধীনতা উত্তর ভারত। ব্রিটিশ ভারতে ইংরাজি শিক্ষার আধিপত্য থাকলেও দেশীয় হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রচলন ছিল। আর স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার যে ধারা এদেশে বহমান তার ভিত্তি মূলে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিক পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব। বর্তমান রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

সংবিধান নির্দেশিত ও পার্লামেন্ট প্রদত্ত নিয়ম কানুন ও সিদ্ধান্ত সমূহের উপর দণ্ডায়মান। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও এখানে প্রচলিত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাও।

প্রাচীন যুগ- প্রাচীন ভারতের বৈদিক ও ব্রাহ্মন্য শিক্ষাব্যবস্থা জোর দিয়েছিল মূলত দুটি বিষয়ের উপর; যথা- ক) ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং খ) চরিত্র গঠন । ফলত প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ছিল মূলত আত্ম-পর্যবেক্ষণ তথা আত্মবিকাশ কেন্দ্রিক । এই শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় চরিত্র সম্পন্ন হলেও অধ্যাত্ম বিদ্যা ও অন্যান্য লৌকিক বিদ্যা সমূহকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিল । প্রথম দিকে বেদ শিক্ষা নিজ গৃহে ও নিজ পিতার দ্বারাই সু সম্পন্ন হত, পরবর্তীতে তা গুরু তথা আচার্য কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে । অর্থাৎ এই সময় থেকেই শিক্ষাব্যবস্থা তার আশ্রমিক রুপ পরিগ্রহ করেছিল ।৫ আশ্রমিক শিক্ষায় শিস্য তথা ছাত্রদের বেদ, বেদাঙ্গ, আরন্যক, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ প্রভৃতির পাশাপাশি ব্রহ্মবিদ্যা, পুরাণ, নক্ষত্র বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, গণিত বা রাশিশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতিও পড়তে ও শিখতে হত। গুরু গৃহে এই আশ্রমিক শিক্ষাদান মূলত তিনটি মাধ্যমে সম্পন্ন হত; যথা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। সে সময় শূদ্রদের বেদ শিক্ষার অধিকার না থাকলেও নারী শিক্ষার সমান প্রচলন ছিল। গুরু গৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে নারীরাও শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হত। প্রাচীন ভারতে বালকরা গুরু গৃহে পড়াশোনা করলেও ব্রাহ্মন্য যুগের একটি অন্যতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। কৌটিল্য, পাণিনি প্রমুখ তক্ষশীলারই অবদান।

পরবর্তীতে, হিন্দু বৈদিক ও ব্রাহ্মন্যবাদী ধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটায়। প্রথম দিকে বৌদ্ধ ধর্মের আচার, রীতিনীতি প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'ত্রিপিটক' কে পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া হলেও পরবর্তীতে লোকায়ত অন্যান্য বিষয় গুলির চর্চার প্রচলন হয়। বৌদ্ধ 'বিহার' গুলিই ছিল তৎকালীন বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নালন্দা ও বিক্রমশীলা হল এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৬]

মধ্যযুগ- ভারতে বিদেশী মুসলিম শাসনের সূত্রপাত মুসলিম শিক্ষার প্রচলন ঘটিয়েছিল। মুসলিম শিক্ষা জ্ঞানের বিকাশের উপর জোর দিলেও মূলত ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্যই এই শিক্ষার প্রবর্তন হয় । এই সময়কার প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র গুলি 'মক্তব' এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি 'মাদ্রাসা' নামে পরিচিত ছিল।[৭] স্থানীয় মৌলবিরা নিজনিজ এলাকার 'মক্তব' গুলি পরিচালনা করতেন। 'মাদ্রাসা' ছিল শহর গুলির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 'কোরান' এর নির্দেশাবলী মক্তবে পড়ান হত এবং মাদ্রাসা গুলিতে কোরানের পাশাপাশি অন্যান্য লোকায়ত বিদ্যাও চর্চিত হত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, রাজনীতি, তর্কবিদ্যা, আইন প্রভৃতি বিষয়ে মাদ্রাসা গুলিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। এই সময় নারী শিক্ষা মূলত রাজ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই সময় হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থা হারিয়ে যায়নি। মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা সাংস্কৃতিক সমন্বয় এর বিষয়টিও স্মরণে রেখেছিল।

আধুনিক যুগ-ভারতে মুসলিম শাসনের অবসান ও পশ্চিমী শাসনের সূত্রপাত আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন ঘটায় । ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন পর্তুগীজ, ফরাসী তথা খ্রিস্টান ইংরেজ মিশনারিদের হাত ধরেই সুসম্পন্ন হয়েছিল । প্রথম দিকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য থাকলেও পরবর্তীতে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয় ঐতিহ্যময় শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয়; যার প্রভাব বর্তমান সময়েও বহমান । ভারতে প্রথম পশ্চিমী শিক্ষার প্রবর্তন করেন পর্তুগীজ মিশনারিরা ।৮ যে সকল অঞ্চলে তারা বসবাস শুরু করেছিল সেখানেই তারা নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল । বোম্বাই, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থান এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য । তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ গুলিতে তর্কশাস্ত্রের পাশাপাশি মূলত খৃস্টধর্মই পড়ান হত ।

চন্দননগর, পন্দিচেরি প্রভৃতি স্থানে ফরাসী মিশনারিরা সক্রিয় ছিল আর দক্ষিন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের শ্রীরামপুরে সক্রিয় ছিল 'দিনেমার' মিশনারি । ফরাসী মিশনারি গুলি আঞ্চলিক মাতৃভাষার পাশাপাশি ফরাসী ভাষা শিক্ষায় জোর দিতেন । দিনেমার মিশনারিও পর্তুগীজ ভাষার পাশাপাশি দক্ষিন ভারতে আঞ্চলিক তামিল ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল । ১৮০০ সালে স্থাপিত হয়েছিল 'শ্রীরামপুর মিশন' ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' । এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছিল আধুনিক বঙ্গ তথা ভারতে শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাহক । ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল শতাধিক, ছাত্রের সংখ্যাও ছিল প্রায় দশ হাজার । উচ্চশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮১৮ সালেই এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিল শ্রীরামপুর কলেজ । লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীদের এ দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির সাথে পরিচিতি ঘটানো । শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানই ভারতে পশ্চিমী ও দেশীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধনের প্রয়াস সংঘটিত করেছিল। ১৮১৩ সালের কোম্পানির সনদ আইনে শিক্ষা প্রসারের কথা বলা হলেও ১৮২৩ সালে গঠিত হয় শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি – 'General Committee for Public Instruction'।[৯] এই কমিটি কলকাতা, দিল্লি ও আগ্রাতে কয়েকটি কলেজ স্থাপন করেছিল । ১৮৩৪ সালে এই কমিটির সভাপতি হন লর্ড মেকলে। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে 'মেকলে মিনিট' অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল; পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'Adam's Report'।[১০] এর দীর্ঘ সময় পর ১৮৮৩ সালে তৈরি হয় 'হান্টার কমিশন'; এই কমিশন সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তার ভিত্তিতে পরবর্তীতে শিক্ষার প্রসার সুনিশ্চিত হয়েছিল । ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করেন; এই কমিশন উচ্চশিক্ষার প্রসার ও সংস্কারে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিল । ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন কার্যকর হয়।[১১] পরবর্তী কমিশনটি ছিল 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন'(১৯১৭)।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে তৈরি করে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন; এটি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়েছিল তাই তা 'রাধাকৃষ্ণন কমিশন'- নামে পরিচিতি পায় । এই কমিশন স্বাধীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক রূপরেখা নির্ণয় করেছিল। এরপর ১৯৫২ সালে 'মুদালিয়র কমিশন' গঠিত হয়; এই কমিশনও সদ্য স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা ও দিক নির্ণয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে তৈরি হয় 'কোঠারী কমিশন'; এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৮ সালে প্রথম **জাতীয় শিক্ষানীতি** চালু হয় । এই কমিশন মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা সুপারিশ করেছিল । ১৯৮৬ সালে দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হয় এবং তৎপরবর্তী সাম্প্রতিক ২০২০ সালে তৃতীয় জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয় । প্রথম দুটি জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করে কংগ্রেস সরকার ও সাম্প্রতিকটি ঘোষিত হয় বর্তমান NDA তথা ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) সরকার দ্বারা।

মানুষ তৈরির শিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দ: আধুনিক ব্রিটিশ ভারত প্রবর্তিত শিক্ষায় বিবেকানন্দের আস্থা ছিল না। ভারতে নিজেদের শাসন দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মী তৈরি করাই ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য । তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগ্রত ও বৃদ্ধি করে, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটায় । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতে তাই প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ ঘটায়নি; শাসন কর্ম রক্ষা ও বজায় রাখার তাগিদ তাদের মধ্যে কাজ করেছিল । তিনি মনে করতেন, শিক্ষা হল মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বিদ্যমান তারই প্রকাশ ।১২ তিনি মানুষের ভিতর এই যে পূর্ণত্ব-

তারই বিকাশ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন, ফলে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা তাঁর নিকট ব্যক্তির এই পূর্ণত্ব বিকাশের সহায়ক বলে বিবেচিত হয়নি। ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তাই তাঁর মনঃপুত হয়নি, তিনি একে নেতিবাচক শিক্ষা হিসাবে পরিগণিত করেছিলেন। দাসত্ব বৃত্তির শিক্ষার তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ সমালোচক । যন্ত্রবৎ পরিচালিত হওয়ার তিনি ছিলেন ঘরোতর বিরোধী । মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির বিকাশই ছিল বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণার মূল কথা। তিনি লিখেছেনঃ "বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না; নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষার দ্বারা উক্ত ইচ্ছা শক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।[১৩] তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে 'মানুষ তৈরি' করা। বিবেকানন্দের নিকট প্রকৃত শিক্ষা হল 'চরিত্র গঠন' করা এবং 'মানুষ তৈরি' করার জ্ঞানের সমন্বয়।

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার তিনি বিরোধী ছিলেন না। মানুষের হিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা কাজে লাগানোর পক্ষপাতী ছিলেন তিনি । তবে 'ভোগবাদ' যাতে মানুষকে আকৃষ্ট করতে না পারে সেজন্য তিনি একটি যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন; যে শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মহীন বা ধর্ম বর্জিত হবে না। তিনি লিখেছেন," আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে এবং যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।[১৪]

বিবেকানন্দ ধর্ম শিক্ষাকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। ধর্ম মানুষের ভিতর যে সকল মূল্যবোধ সঞ্চার করে সে গুলি প্রথাগত পুঁথি শিক্ষায় পাওয়া যায় না । ধর্মই মানুষের চরিত্রকে সবল করে, সৎ করে, যা মানব সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ক। জাতির সঠিক ইতিহাস শিক্ষাও অপরিহার্য । নিজেদের ইতিহাস, অতীত গৌরব মানুষকে ভবিষ্যতে বাঁচার উৎসাহ দেয় । শিক্ষার সর্বজনীনতা তৈরি হোক এটাই তিনি চেয়েছিলেন; তাই জনশিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে তিনি দৃঢ় মতামত রেখেছেন । শিক্ষক কেমন হবেন? সে সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট ধারনা ছিল; তিনি লিখেছেন, "The teacher must have love for his pupils…. The only true teacher is he who can immediately come down to the level of the student, and transfer his soul and see through the student's eyes and hear through his ears and understand through his mind. Such a teacher can really teach and none else."[১৫]

অভিনবত্বের সন্ধান বা খোঁজ সমূহ:

বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার কিছু বিশেষত্ব বিদ্যমান, যেমন-

১। বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন ।

২) শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয়; যে শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয়, মানুষের চরিত্র গঠিত হয় সেই নৈতিক শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন তিনি ।

৩) অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার যে উন্মোচন তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তাঁর কাছে ।

৪) তিনি মনে করতেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার মূল কথা ।

৫) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বললেও তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার কথা বলেছেন । পাশাপাশি দেশের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে আর একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন ।

৬) ধর্মীয় শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক ও প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি ।

৭) জনশিক্ষা ও নারীশিক্ষা তাঁর চিন্তায় আলাদা স্থান করে নিয়েছে ।

৪) তিনি 'National System of Education'- এর প্রবর্তন চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক সর্বপ্রকার শিক্ষা নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব **জাতীয়** ভাবে ঐ শিক্ষা দিতে হইবে।"[১৬]

৯) আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি ও সামাজিক অত্যাচার বন্ধ করার ব্যাপারে তাঁর শিক্ষা চিন্তা বারেবারেই ওকালতি করেছে।

১০) শিক্ষাকে তিনি গরীবের বাড়ির দুয়ারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছাতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষির লাঙলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে। গরীব লোকেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের শিখাতে হবে।"[১৭]

১১) শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে দুর্বলকে অধিক সাহায্য করতে হবে । প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে।[১৮]

১২) তাঁর শিক্ষা চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে আত্মনির্ভরশীলতার দর্শন; যে দর্শনের মূল কথা হল জীবনের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম যে শিক্ষা, সেটাই কাম্য।

সিদ্ধান্ত (উপসংহার): ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলার নবজাগরণ এবং রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বৃহত্তর অবদান পরিলক্ষিত হলেও ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে বা তার নেতিবাচকতা প্রস্ফুটিত করার ব্যাপারে বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা তাৎপর্যপূর্ণ । দেশ বা জাতির গৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র কেরানী তৈরির শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি একেবারেই আস্থাশীল ছিলেন না । সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষারও পরিবর্তন কাম্য এটা তিনি বিশ্বাস করতেন, তাই ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার তিনি ছিলেন ঘোরতর সমালোচক। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত কিন্তু সেই (ব্রিটিশ) শিক্ষারই পৃষ্ঠপোষক থেকেছে বরাবর। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে প্রবর্তিত শিক্ষার কাঠামো ব্রিটিশ কাঠামোর অনুসারী ছিল এতদিন পর্যন্ত। সাম্প্রতিক শিক্ষানীতি (NEP,2020) আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার ধাঁচটিকে অনুসরণ করছে বলেও অনেকে মনে করছেন। যদিও বর্তমান শিক্ষানীতির (NEP,2020) মৌখিক প্রচারকরা একথা প্রচার করছেন যে উক্ত শিক্ষানীতি বিবেকানন্দের শিক্ষা প্রকল্পের অনুসারী। এই বক্তব্বের সত্যতা পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। তবে এটা ঠিক বিবেকানন্দের কাছে, "an ideal society should combine the spiritual culture of India and the secular culture of America and England."[১৯] এই সুত্রে বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার মৌলিকতা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য; যদি প্রকৃত অর্থে সেই শিক্ষা চিন্তার সার্থক প্রয়োগ বর্তমান শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করে তবে তাঁর শিক্ষা চিন্তার তাৎপর্য বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে ঠিকই, অন্যথায় সেই সুত্রে আবার 'শিক্ষার রাজনীতিকরণ' বিশেষ মাত্রা পেয়ে যাবে; যা সর্বজন গ্রাহ্য হবে না মোটেও। অন্যদিকে বিবেকানন্দের ভাবনা চিন্তার সংকীর্ণ প্রয়োগও সমর্থনযোগ্য হবে না কারণ তিনি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার যে দুর্বলতা গুলি তুলে ধরেছেন ও সে সবের সমাধানের জন্য 'মানুষ গড়া' ও 'চরিত্র গড়া'র যে শিক্ষার কথা বলেছেন তার বৃহত্তর আবেদন আছে সমগ্র বিশ্বের সকল মানব জাতীর কাছে। তাঁর ভাবনা অভিনব এবং সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী। যে শিক্ষা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায় না তা মানব জাতীর নিকট ক্ষতিকর; এই শিক্ষা কখনই কোনও ভালো সমাজ ব্যবস্থা বা সরকারী-প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার জন্ম দিতে পারবে না। কাজেই প্রয়োজন বিবেকানন্দ উল্লিখিত 'প্রকৃত শিক্ষা'; যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে

সম্পূর্ণ ভাবে সক্ষম। ব্যক্তিত্বের বিকাশই যাবতীয় সামাজিক- রাজনৈতিক পরিবর্তন সমূহের মূল কারণ। শিক্ষা আনে সচেতনতা এবং তা থেকে আসে সংস্কার তথা সংশোধন তথা পরিবর্তন; যা শেষমেশ সময়কে বদলে দেয়, বদলে দেয় সুশীল সমাজকে। সমাজের চালিকা শক্তিই হল শিক্ষা; তাই তা বিবেকানন্দ প্রবতিত 'প্রকৃত শিক্ষা' বাঞ্ছনীয়।

তথ্য ও গ্রন্থ সুত্র:

১) Joshi, G.N; The Constitution of India, The Macmillan Compani of India Ltd., New Delhi, 1975, p-77

২) Chaue, Shibani Kinkar; The Making and Working of the Indian Constitution, National Book Trust, India, 2009, p- 22

৩) Kashyap, Subhas C.; Our Political System; National Book Trust, India, New Delhi, 2009, p-56

৪) Palmer, Norman D.; The Indian Political System, Houghton Mifflin Compani, Boston, 1971, p- 17

৫) Sharma, Yogendra K.; The Doctrines of the Great Indian Educators, Kanishka Publishers, New Delhi, 2002, p-13

৬) ঐ; পৃ-১৮

৭) ঐ; পৃ- ১৯

8) Nurullah, Syed; Naik, J.P; History of Education in India; Macmillan, Calcutta, 1943, p- 50

৯) ঐ; পৃ- ৭৪

১০) ঐ; পৃ-২

১১) ঐ, পূর্বোক্ত; পৃ- ২৪৪

১২) স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ- ১

১৩) ঐ; পৃ- ৬

১৪) পূর্বোক্ত; পৃ- ৫২

১৫) Sharma, Yogendra K.; The Doctrines of the Great Indian Educators, Kanishka Publishers, New Delhi, 2002, p-91

১৬) স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ-৪২

১৭) ঐ; পৃ- ১২০

১৮) ঐ; পৃ- ১১৫

১৯) Sharma, Yogendra K.; The Doctrines of the Great Indian Educators, Kanishka Publishers, New Delhi, 2002, p-84